brac

প্রান্তজন

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির একটি নিয়মিত প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০১৯

হাওর উন্নয়নে চাই সমন্বিত প্রয়াস

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি বলেছেন, 'হাওর অঞ্চলের প্রকট দারিদ্র্য নির্মূল কোনো একক কর্মসূচির বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে।' গত বুধবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। 'হাওর উন্নয়নে সমন্বিত প্রয়াস' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ব্র্যাকের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি) এই সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ্।

সভায় মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাক আইডিপির কার্যক্রমের উপর একটি সার্বিক পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন শ্যাম সুন্দর সাহা, কর্মসূচি প্রধান, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। হাওরাঞ্চলে সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনার অর্জিত শিখন উপস্থাপনা করেন প্রফেসর ছিদ্দিকুর রহমান, পিএইচডি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা। ব্র্যাকের অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ-এর পরিচালক কেএএম মোর্শেদ-এর সঞ্চালনায় 'হাওরে সমন্বিত উন্নয়নঃ ভবিষ্যতের রূপকল্প' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. আলী মুহম্মদ ওমর ফারুক, ব্র্যাকের সমন্বিত উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির পরিচালক আন্না মিন্‌জ, কেয়ার বাংলাদেশ-এর সৌহার্দ্য ৩-এর চিফ অব পার্টি ওয়ালটার মাওয়াসা এবং অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি অ্যান্ড হেড অব এইড এঞ্জেলা নাউম্যান।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে জনাব আসিফ সালেহ্, নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্র্যাকের কার্যক্রম চলমান থাকবে। আগামীতে হাওরে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নকল্পে মৌলিক সেবাদান, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও নীতিগত কার্যক্রম পরিচালনা- এই তিন স্তরে কার্যক্রম এগিয়ে নিতে

হবে। আন্না মিন্‌জ, পরিচালক, সমন্বিত উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচি তার বক্তব্যে বলেন- আমরা সকল অংশীদারের মতামতের মূল্যায়ন করি। তাই হাওরের শিখন সবার কাছে তুলে ধরছি যাতে ভাবনার জগতে ছাপ রেখে যায়। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে চলেছে। ঠিক এই সময়েই হাওরের দারিদ্র দূরীকরণে সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে নিজ উদ্যোগে পরিবার ও সমাজের জীবনমান উন্নয়নে অনুকরণীয় ভূমিকা রাখায় হাওরের চারজন অংশগ্রহণকারীকে সম্মাননা দেয়া হয়। তারা হলেন সেলিনা আক্তার-হবিগঞ্জ, জেসমিন আক্তার-কিশোরগঞ্জ, নিভা রাণী-নেত্রকোনা ও শনিলাল দাস-সুনামগঞ্জ।

উল্লেখ্য ২০১৩ সালে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। বর্তমানে হবিগঞ্জের বানিয়াচং, সুনামগঞ্জের দিরাই, কিশোরগঞ্জের ইটনা এবং নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় প্রায় নয় লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

কোন কোন মানুষের স্বপ্নের ব্যাপ্তি এক জীবনের চেয়েও বড় হয়। সহমর্মিতায়, মানবিকতায়-কোন কোন মানুষ নিজেই নিজেকেই ছাপিয়ে যান প্রতিনিয়ত। হয়ে উঠেন হাজারো মানুষের স্বপ্নের অবলম্বন। যে স্বপ্ন মানুষকে জাগিয়ে রাখে। যে স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দেওয়ার জন্য মানুষ নিরলস পরিশ্রম করতে পিছপা হয় না।

প্রিয় আবেদভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি কোটি মানুষের বুকের মাঝে সেই স্বপ্নের বীজ বুনেছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন-কারো দয়ায় নয়, বরং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হলেই দারিদ্র্যের শেকল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আপনি বলেছিলেন প্রত্যন্ত হাওরবাসী মানুষদের নানামুখী সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ।

এই মূলমন্ত্রকে অন্তরে ধারণ করে সপ্তম বছর পেরিয়ে অষ্টম বছরে পদার্পণ করেছে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। নতুন বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। তার মধ্যে রয়েছে হাওরের গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) গুলোর স্থায়িত্বশীলতায় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ। পাশাপাশি পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আইডিপি কাজ শুরু করছে হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে। তাই নতুন এলাকায় মাঠ পরিদর্শনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নতুন কর্মএলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য এলাকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো জরুরি। পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা প্রত্যন্ত হাওরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এবিষয়ে ব্র্যাকের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে 'হাওর উন্নয়নে সমন্বিত প্রয়াস' শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ের একটি মত বিনিময় সভা নভেম্বরের শেষে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহযোগী, উন্নয়ন সংগঠনসমূহ, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। অংশগ্রহণমূলক প্যানেল আলোচনা মিলিত কণ্ঠে বলেছেন-হাওর উন্নয়নে প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস।

সমন্বিত প্রয়াসে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে এগিয়ে নিতে যিনি দুহাত বাড়িয়েছেন, যিনি দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখেছেন এক সমৃদ্ধ পৃথিবীর, সেই মানুষটি আজ আমাদের মাঝে শারীরিকভাবে নেই। তবুও আমাদের প্রিয় আবেদ ভাইকে আমরা চিরবিদায় জানাবো না কখনোই। কারণ মানুষের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের মৃত্যু নেই। ধন্যবাদ আবেদ ভাই, আপনার স্বপ্ন আমাদের অন্তরে ধারণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে।

সম্পাদক

শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার প্যানেল

প্রত্যন্ত হাওরের শিশুদের জন্য আইডিপি শিক্ষাতরী একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে পানিতে জেগে থাকা হাওরের যে সকল হাটিতে (গ্রাম) কোনো স্থল বিদ্যালয় নেই, কার্যক্রমের আওতাধীন সেই সকল হাটির শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়।

এতে করে মৌসুমী বা হঠাৎ বন্যার কারণে শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। এটি একটি জলবায়ু সহনশীল সাশ্রয়ী উদ্যোগ। শিক্ষাতরীর মাধ্যমে বন্যা চলাকালীন সময়েও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। এতে করে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শিশুদের শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না।

শিক্ষাতরীর পরিবেশকে শিশুদের আরো বেশি পাঠপোযোগী করে তোলার জন্য সম্প্রতি ব্র্যাক জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি (সিপিপি) এর সঙ্গে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি) একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তির আওতায় আইডিপি তার ১১টি শিক্ষাতরীর জন্য সিপিপি'র কাছ থেকে ১১টি সোলার প্যানেল গ্রহণ করে। এছাড়াও আইডিপির কাছে সোলার উপযোগী ফ্যান, লাইট ও অন্যান্য সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।

এস এম মনিরুজ্জামান
ম্যানেজার
আইডিপি শিক্ষা কার্যক্রম, ঢাকা

ডিফাট ও জিএসি সংস্থার হাওর পরিদর্শন

সম্প্রতি ব্র্যাক স্ট্রাটেজিক পার্টনার অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন বাংলাদেশ (ডিফাট) এবং গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা (জিএসি) সংস্থার একটি যৌথ প্রতিনিধিদল সম্প্রতি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা ও হবিগঞ্জের বানিয়াচং এলাকা পরিদর্শন করেন।

মাঠ পরিদর্শনকালে তারা সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তারা হাওরের নারীদের দৈনন্দিন কাজে 'ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম' ব্যবহার, অতি-দরিদ্র কর্মসূচির সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শন, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্যসেবিকা, কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের সেবা কার্যক্রম, ডিএসজি সদস্যদের কার্যক্রম, বসতভিটায় জলবায়ু সহনশীল চাষাবাদ, হাইড্রোফোনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে ঘাস উৎপাদন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধিদল কর্মসূচি এলাকায় আইডিপি অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে হাওরের হাঁস ও তার বাণিজ্যিকীকরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ শেষে হাঁসচাষীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষাতরীতে শিশুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে তারা বানিয়াচং কাগাপাশা ডেলিভারি সেন্টার পরিদর্শন করেন।

মাঠপর্যায়ের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিবিধ কার্যক্রম পরিদর্শনকালে অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন বাংলাদেশ (ডিফাট) সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন অ্যাঞ্জেলা নাউম্যান, ফার্স্ট সেক্রেটারি অ্যান্ড হেড অফ এইড-ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন এবং শাহরিয়ার ইসলাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন পার্টনার। গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা (জিএসি) সংস্থা থেকে হাওর পরিদর্শনে যোগ দেন ফেড্রা মুন মরিস, হেড অফ এইড, এবং রিফুল জান্নাত, সিনিয়র ডেভেলপমেন্ট অ্যাডভাইজার। সেপ্টেম্বর মাসের ১৫-১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে অতিথিদের সঙ্গে কৌশলগত বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আন্না মিন্জ, পরিচালক, সমন্বিত উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক।

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা ও হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা কার্যালয়ের সার্বিক আয়োজনে মাঠ পরিদর্শনের নেতৃত্ব দেন শ্যাম সুন্দর সাহা, কর্মসূচি প্রধান, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফারিন ইসলাম, হেড অফ স্ট্রাটেজিক পার্টনারশীপ, পিআরএল, ব্র্যাক প্রমুখ।

মো. শাহিদুর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট,ঢাকা

অদম্য মেধাবী মহিন্দ্র লাকড়া

মহিন্দ্র লাকড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রশাসন বিভাগে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ' ইউনিটে মেধা তালিকায় সে ৪৭৫তম স্থান অর্জন করে।

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের পেশায় ভ্যান চালক বাবার ঘরে জন্ম মহিন্দ্র লাকড়ার। বাবা মায়ের কষ্টের সংসারে প্রয়োজনীয় বই, খাতা, পোশাক-পরিচ্ছদ-কিছুই জুটেনি। কিন্তু এই প্রতিকূলতা তার সাফল্য অর্জনে দমিয়ে রাখতে পারেনি। জেএসসি, এসএসসি, এবং এইচএসসি তিনটি পরীক্ষাতেই সে কৃতিত্বের সাথে জিপিএ গোল্ডেন ৫ অর্জন করে। কী তার এই সাফল্যের চাবিকাঠি? বলাবাহুল্য মহিন্দ্র নিজেই নিজের অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছে।

পাশাপাশি ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি ও বই কিনতে আর্থিক অনুদান এবং এইচএসসিতে ফরম পূরণের আর্থিক সহযোগিতা স্বপ্ন যাত্রায় তাকে আরো অদম্য করে তুলেছে।

রথিন টপ্য
পিও, আইডিপি-আইপি
পত্নীতলা, নওগাঁ

তথ্য কণিকা

প্রত্যন্ত হাওরাঞ্চলে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, হাওরে আইডিপি কার্যক্রম শুরু করার আগে মাত্র ১৭ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা এবং ওয়াশ সেবার আওতায় ছিলো। বর্তমানে সেই চিত্র ইতিবাচকভাবে বদলে গেছে। এখন ৭০ শতাংশ পরিবার আইডিপির স্বাস্থ্য ও ওয়াশ বিষয়ক সেবা গ্রহণ করছে। ছবিতে হাওরের ভিডিও সদস্যরা সভায় সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া চর্চা করছেন।

সেতুর জীবনে সফলতার সংযোগ

পাঁচ বছর আগের কথা। প্রাণবন্ত দাসের সঙ্গে কোনরকমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন নাজিরগাঁও গ্রামের সেতু। তিন ছেলে দুই মেয়ে আর শ্বাশুড়ীকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো তার। বড়ো সন্তানটি অষ্টম শ্রেণী পাশের পর আর পড়াশোনা করতে পারেনি অসুস্থতার কারণে। এ নিয়ে মা সেতু খুব কষ্টে ছিলেন। বুকের ভেতর যেন বিঁধে থাকতো সন্তানের চিকিৎসা করাতে না পারার কষ্ট। কোনো রকমে মানুষের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে তার দিন কাটতো। তবুও সবসমই নিজের ও পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভাবতেন তিনি। এমন অবস্থায় একদিন সেতুর পাশে দাঁড়ায় সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার নাজির গাঁওয়ের গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন।

সমিতির সদস্যরা সেতুর পরিবারের অবস্থা তাদের নিয়মিত ভিডিও মিটিংয়ে আলোচনা করে। সিদ্ধান্ত নেয়, তারা সেতুর পাশে দাঁড়াবে। যাতে করে স্বামী সন্তান নিয়ে তিনি নিজের জীবনের উন্নতি করতে পারেন। আল্ট্রা পুওর গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম (ইউপিজি) তখন টিইউপি নামে পরিচিত ছিলো। ভিডিও সদস্যরা সেতুকে একজন টিইউপি সদস্য হিসেবে ২০১৪ সালে নির্বাচিত করে। প্রথমে সেতুকে একটি ষাঁড় দেয়া হয়। যেন নিজের সন্তানের মতোই সেতু তার সম্পদটিকে লালন পালন করতে থাকে। এক বছর ধরে লালন পালন করার পর, সে ষাঁড়টি বিক্রয় করে। কিনে নেয় বাছুরসহ একটি গাভী গরু। পরের বছর গরুটি আরেকটি বাছুর দেয়। তারও দুই বছর পর, সেতু এই গরুটিও বিক্রয় করে দেন। পরে তিনি আইডিপির গ্রাজুয়েট হন ২০১৬ সালে।

বর্তমানে সেতু পাঁচটি গরুর মালিক। নিজের উপার্জন, পরিশ্রম আর ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগিয়ে তিনি ব্র্যাকের সহযোগিতা নিয়ে নিজেকে বদলে দিয়েছেন। গ্রাজুয়েশন শেষে ব্র্যাক মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি থেকে তিনি ৮,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে জমি চাষ করেছেন। প্রথমবারেই নেয়া ঋণ মিটিয়ে দিয়ে তিনি আবার ৩৫,০০০ টাকার আর্থিক ঋণ সহযোগিতা নিয়েছেন। সেতুর জীবন যুক্ত হয়েছে সফলতার পথচলা। এবার শুধুই এগিয়ে চলা।

মোঃ আরিফ হোসেন
ম্যানেজার
আইডিপি ইউপিজি, ঢাকা

ছবির কথা

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-সচিব ফারহানা হক ২৯ শে আগস্ট সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি জীবিকা প্রকল্প পরিচালিত ধনকান্দি সবুজ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড, সিলেট পরিদর্শন করেন এবং গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) এর সদস্যদের মাঝে ২০১৭-২০১৮ অডিট বর্ষের লভ্যাংশ বিতরণ করেন। ছবিতে একজন ভিডিও সদস্য ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন অতিথিকে।

ড. মসউদ আহমেদ
এরিয়া ম্যানেজার
জীবিকা প্রকল্প

সকল কাঁটা ধন্য করে বিজয়িনী আফিয়া

হাওরে যাদের যাওয়ার সুযোগ হয়নি, তাদের জন্য আফিয়াদের কষ্ট বোঝা একটু কঠিনই। দূর্গম জলজ রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় ছোট ছোট হাটিতে। হাটি মানে জলে ভেসে থাকা ছোট ছোট দ্বীপ। ঘর থেকে বেরুলেই পানি। আলাদা করে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। একেকটি হাটিতে এমন অনেক নারী আছেন, যাদের জীবন ঘরে আর ঘরের সামনের এক হাত চওড়া উঠোনেই ফুরিয়ে গেছে। অনুভব করুন, এরকম পরিবেশে একজন শারিরীক ভাবে প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন যাপন কেমন হতে পারে!

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার আফিয়া জন্মসূত্রেই একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী মানুষ। দুই হাঁটুতে ভর করে চলাফেরা করেন। কোনো এক সময় তার তিন বেলা খাবারের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এক বেলা খেতে পারলে অন্যবেলা খাবারে কোন ব্যবস্থা করা কঠিন। ছেলেকে পড়াশোনা করাবেন, সে চিন্তাও যেন অপরাধ মনে হতো তার কাছে।

রাতের অন্ধকার পেরিয়ে দিন আসে। উদ্যমী মানুষ খুঁজে পায় জীবনের দিশা। ভালো মানুষের আলোর মিছিল এসে উজ্জ্বল করে তোলে আফিয়াদের মুখ। আফিয়া সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হন। ধারাবাহিকভাবে এক ছেলে স্বামীসহ তিনজনকেই ব্র্যাকের আইডিপির অতি-দরিদ্র কার্যক্রমের তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যাতে করে তারা আফিয়াকে ভালোভাবে সহযোগিতা করতে পারেন। প্রশিক্ষণের শেষে আফিয়াকে একটি গরু, কয়েকটি মুরগী দেওয়া হয়।

প্রথমেই যে গরুটি তাকে দেয়া হয়েছিল তার বাজার মূল্য এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ হাজার টাকা। ঘরে হাঁস মুরগীর সংখ্যাও বেড়েছে। আফিয়ার এখন ১৩টি মুরগী ও পাঁচটি হাঁস রয়েছে। মুরগী ও হাঁসের ডিম বিক্রি করে প্রতি মাসে আয় করছেন ২,০০০ থেকে ৩,০০০ হাজার টাকা। পুষ্টির অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি চাষ করেন। অবশিষ্ট অংশ বাজারে বিক্রি করার মাধ্যমেও নিয়মিত আয় করছেন। প্রতি মৌসুমে আফিয়া ২,০০০ থেকে ৩,০০০ হাজার টাকার শাক-সবজি বাজারে বিক্রি করেন। পাশাপাশি গত বছর সহজ শর্তে আইডিপির মাধ্যমে আর্থিক সেবাও নিয়েছে সে। সবমিলিয়ে, আফিয়া এখন সুন্দর আগামী গড়তে সকল প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে।

স্যালুট আফিয়া!

শহীদ উল্লাহ্
উপজেলা ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেটর
ইটনা, কিশোরগঞ্জ

পিংকি খালকোর সোনালী স্বপ্ন

নবাবগঞ্জ উপজেলার ভাদুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা পিংকি খালকো। স্বামী রবি টপ্য পেশায় নাপিত। সেলুনে কাজ করে পিংকির স্বামী যা পেত তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চালাতেন। তারা স্বপ্ন দেখতো নিজস্ব একটি সেলুন ঘরের। কিন্তু অর্থের অভাবে তা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। বছর চারেক আগে আইডিপির সহায়তায় পিংকি খালকো আয় বর্ধনমূলক সহযোগিতা (আইজিএ) হিসেবে একটি ষাঁড় গরু পান। সেসময়ে যার বাজার মূল্য ছিল ১২,০০০ টাকা। এরপর স্বপ্ন ডানা মেলে।

প্রথম যে বাছুর হয় তা ২২,০০০ টাকায় বিক্রি করে ভাদুরিয়া বাজারে ১টি সেলুনের দোকান ভাড়া নেন পিংকি। স্বপ্ন সত্যি হয়। পিংকির স্বামী রবি টপ্য এখন নিজের দোকানে বসেন। প্রতিদিন তার আয় ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা। এদিকে গাভীটিও দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিয়েছে। প্রতিদিন সাড়ে তিন কেজি করে দুধ দেয়। পিংকি ও তার স্বামী দুজনের মিলিত সিদ্ধান্তে এখন পরিবার পরিচালনা করছেন। এখন আর অভাব নেই। মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পেরেছেন। মনের মাঝে বাসা বেঁধেছে ভালো দিনের স্বপ্ন। পিংকি তার স্বামীর সাথে মিলে এক বিঘা আবাদী জমি বন্ধক নিতে চান। তাহলে নিজেদের জমিতে নিজেরাই চাষাবাদ করতে পারবেন।

শিল্পী মুরমু
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার
ইন্ডিজেনাস পিপলস প্রজেক্ট
নবাবগঞ্জ
দিনাজপুর

ব্র্যাক সিনিয়র অ্যাডভাইজারের বানিয়াচং পরিদর্শন

সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরির্দশন করেন মোঃ আব্দুল করিম, সিনিয়র অ্যাডভাইজর, ব্র্যাক (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকারের সাবেক মূখ্য সচিব)। তিনি ১৫-১৬ জুলাই ২০১৯ শহীদ সায়ীদুল হাসান গণকেন্দ্র পাঠাগার, মুরাদপুর এলাকাধীন মির্জাপুর হাটিতে পরিদর্শন শেষে কাগাপাশা এলাকা অফিসের আওতাধীন ব্র্যাক ডেলিভারি সেন্টার ও চৌধুরীবাজার এলাকা অফিসের আওতাধীন ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি পরিদর্শন করেন।

আইডিপির বিভিন্ন এলাকার অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তিনি তাদের জীবনের পথচলার গল্প শোনেন। ভিডিও সদস্যরা কীভাবে নিজ উদ্যোগে জীবনের গল্প বদলে দিলেন, কীভাবে তারা আইডিপি'র সহযোগিতা নিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরো কীভাবে অতি দরিদ্র পরিবারগুলো জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করা যায়।

পরির্দশন শেষে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রমের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন ও ভবিষ্যত কার্যক্রম পরিচালনায় শুভ কামনা জানান।

মো. সুলতান মাহমুদ
সেক্টর স্পেশালিস্ট (সিইপি, জিজেডি অ্যান্ড এইচআরএলএস)
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

তথ্য কণিকা

হবিগঞ্জের বানিয়াচং, সুনামগঞ্জের দিরাই, কিশোরগঞ্জের ইটনা এবং নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় পরিচালিত সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নের মূলস্রোত থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতায়নকল্পে মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনসমূহের সদস্যবৃন্দ গ্রাম সংগঠন (ভিও) সদস্য নির্বাচনে সহযোগিতা করে থাকেন। আইডিপি'র প্রোগ্রাম অর্গানাইজারগণ মাঠ পর্যায়ের নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের আয়বর্ধন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে এবং ঋণকৃত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যবহারে সহযোগিতা করে থাকেন।

চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১৩১,২৪৭ জন ভিও সদস্য আইডিপি মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমের সেবা গ্রহণ করেছেন।

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি ও শেভরনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প 'জীবিকা'র দ্বিতীয় মেয়াদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জুলাই' ১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আহসানুল জব্বার। উদ্বোধনী পর্বে আন্না মিন্জ, পরিচালক, সমন্বিত উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার জাস্টিজ অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচি তার বক্তব্যে জীবিকা প্রকল্পের সার্বিক অর্জনের জন্য ১১০টি ভিডিও-র সদস্যদের সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন- ভিডিও সদস্যদের নিরলস পরিশ্রমই আজকের এই সাফল্য বয়ে এনেছে।

অহনা আজাদ চৈতী, ম্যানেজার, কমিউনিকেশন অ্যান্ড আউটরীচ, জীবিকা প্রকল্প

হাওরের বাতাস হঠাৎ আঁচল উড়িয়ে দেয় শারমিনের। কেমন যেন শীত শীত ভাব। শ্বাশুড়ীর ডাকে শারমিন ঘরে ফিরে আসে। এসময় তাকে একটু বেশি সাবধানে থাকতে হবে।

তবে শারমিনের মনে কোনো ভয় নেই। কিশোরগঞ্জ ইটনা অফিসের পিও আপা এসে নিয়মিত খোঁজখবর নিয়ে যায়। আইডিপির স্বাস্থ্যসেবিকা আপা এসে সবকিছু বুঝিয়ে দেন, নিয়মিত চেকআপ করেন।

তাই শারমিন ও শ্বাশুড়ি পরিবারের অনাগত সন্তানের বিষয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত!

এক নজরে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি, হাওর এবং আদিবাসী প্রকল্প ২০১৯

কার্যক্রম	বিবরণ	একক
জেন্ডার জাস্টিজ অ্যান্ড ডাইভারসিটি মানবাধিকার ও আইনী সহায়তা সামাজিক ক্ষমতায়ন	গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (VDO)	৩,৫৫০ টি
	গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন ভিডিও মেম্বার (VDO)	১৩১,২০০ জন
	বাল্য বিবাহ রোধ	৪৮ টি
শিক্ষা	চলমান ব্র্যাক স্কুল (প্রি-প্রাইমারি ১০০ ও প্রাইমারি স্কুল ১৭৯, বোট স্কুল ১১)	২৯০ টি
	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি (কন্যা শিক্ষার্থী ৫৯%)	৮,২৮১ জন
স্বাস্থ্য পুষ্টি এবং জনসংখ্যা কর্মসূচি, ওয়াশ	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ১০টি ব্র্যাক হেলথ ও ডেলিভারি সেন্টার থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বিবিধ সেবা গ্রহণ	১৫,৭৮৪ জন
	গর্ভকালীন সেবা (ANC visits) গ্রহণকারী মায়েদের সংখ্যা	১২,৩৪২ জন
	গর্ভপরবর্তী সেবা (ANC visits) গ্রহণকারী মায়েদের সংখ্যা	১৩,৩২২ জন
আল্ট্রা-পুওর গ্রাজুয়েশন	হাওর ও আদিবাসী এলাকার অতিদরিদ্র পরিবারকে সহায়তা প্রদান (নিঃশর্ত অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান)	৬,৩০০ পরিবার
মাইক্রোফাইন্যান্স	মাইক্রোফাইন্যান্স ভিও মেম্বার	১৩১,২৪৭ জন
	বর্তমান ঋণগ্রহীতা (Borrowers)	৭১,১৩৪ জন
	বর্তমান ঋণস্থিতি (Outstanding in lac)	১১,৭০৪.৮৩ টাকা
লাইভলীহুড অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ	বসতবাড়িতে জলবায়ু সহনশীল শাকসবজির চাষাবাদ	১৯,৯৪১ পরিবার
	এআই কর্মী দ্বারা গবাদিপশুর নতুন জাত উন্নয়ন	৪,৯৮৮ টি
	ইউনিয়ন ভিত্তিক ডি-ওয়ার্মিং ও ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প (৪৩,৩৩৪ গবাদিপ্রাণি)	১,২১৬ টি
ইন্ডিজিনাস পিপল্‌স প্রজেক্ট	বসতবাড়িতে স্যানিটেশন সেবা	২৪২ টি
	জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০০ জন
	নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ (৬০% নারী)	২৭৪ জন
	উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক সচেতনতা সভা (৬৩% নারী)	২৪০ জন

ব্র্যাক সেফগার্ডিং পলিসি

সকলের জন্য সুরক্ষা

সেফগার্ডিং বা সুরক্ষা কি?

যেকোনো ধরনের হয়রানিমূলক আচরণ বা কর্মকাণ্ড যেমন: যৌন হয়রানি, নিপীড়ন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, অবমাননা, সহিংসতা, বৈষম্য, অবহেলা এবং শোষণ থেকে সকলকে মুক্ত রাখাই সেফগার্ডিং বা সুরক্ষা।

কাদের জন্য সুরক্ষা?

- ব্র্যাকের কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত সকল মানুষ
- সহযোগী ও অংশীদার প্রতিষ্ঠানের কর্মী
- ব্র্যাকের সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক

কাদের সুরক্ষা-ঝুঁকি বেশি ?

- শিশু
- কিশোর-কিশোরী
- নারী
- অন্যের উপর নির্ভরশীল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি

আপনার দায়িত্ব কি?

নিজে জানুন এবং অন্যকে জানান

- কর্মসূচি পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়নকালে প্রতিটি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- সহযোগী ও অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির আগেই সেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সকলকে সেফগার্ডিং-এর বিষয়গুলো বিশদভাবে জানানো এবং সুরক্ষার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা।
- কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তার মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী যাচাই করা।
- কোনগুলো হয়রানিমূলক আচরণ তার সবিশেষ বিবরণ জানা এবং সবাইকে অবগত করা ।
- হয়রানিমূলক আচরণ হতে দেখলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।

কাউকে হয়রানির শিকার হতে দেখলে আপনি কি অভিযোগ বা Whistleblow করতে পারবেন?

অবশ্যই পারবেন। লিখিত পত্র, ই-মেইল অথবা হেল্পলাইন যেকোনো মাধ্যমেই তা করা যাবে। ব্র্যাক প্রত্যেক অভিযোগকারী বা হুইসেলব্লোয়ার (Whistleblower)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং অনুরোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারী বা হুইসেলব্লোয়ার (Whistleblower)-এর পরিচয় গোপন রাখবে।

গোপনীয়তা বজায় রেখে কীভাবে অভিযোগ বা Whistleblow করবেন?

লিখিত পত্রের মাধ্যমে

- প্রাথমিকভাবে আপনার সুপারভাইজার/সেকেন্ড সুপারভাইজার/ প্রোগ্রাম হেড বা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর বরাবর লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে পারেন।
- যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে 'যৌন হয়রানি প্রতিকার কমিটি' এবং অন্যান্য অভিযোগ জানাতে 'অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি' বরাবর ডাকযোগে অভিযোগ পাঠানো যাবে।

ই-মেইলের মাধ্যমে

যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য:
complaint.shrc@brac.net

অন্য সকল বিষয়ে অভিযোগের জন্য
hrd.gmt@brac.net

হেল্পলাইনের মাধ্যমে

যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য:
০১৭২৯০৭১৫৪৬

অন্য সকল বিষয়ে অভিযোগের জন্য
০১৭৩০৩৪৬৮৮৩

তদন্তের ফলাফল এবং সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে তা কি চ্যালেঞ্জ করা যাবে?

তদন্তের ফলাফল বা কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে সেক্ষেত্রে সরাসরি 'ব্র্যাক ন্যায়পাল' বরাবর আবেদন করা যাবে। 'ব্র্যাক ন্যায়পাল' নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তদন্ত করে যথার্থ সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

ব্র্যাক ন্যায়পাল
ই-মেইল: bracombuds@optimaxbd.net
ফোন: ৯৮৮২০৭২, ৯৮৮২২৫৪, ৮৮৩১৬৬৫

সুরক্ষা সকলের দায়িত্ব

প্রান্তজন সম্পাদনা পরিষদ
উপদেষ্টা: আন্না মিন্জ
সার্বিক সহযোগিতায়: মো.শাহিদুর রহমান ও শ্যাম সুন্দর সাহা
সহায়তা: ইকরামুল কবীর - কমিউনিকেশন
সম্পাদক: খালেদা আক্তার লাবনী

যোগাযোগ:
প্রান্তজন
আইডিপি কমিউনিকেশনস- ব্র্যাক
৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৮১২৬৫ (এক্স: ৩৭৮২)
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৪৩৫৪২
ইমেইল: idp.info@brac.net
ভিজিট করুন: www.brac.net/idp

FOLLOW US
/BRACworld